যুগান্তর

তারিখ 20 APR 2007
পৃষ্ঠা ২৮ কলাম ৩

ঢাবির আরবি বিভাগে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ

যুগান্তর রিপোর্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক পদে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ উঠেছে। ৭ জন প্রার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের আবেদন করলেও বিভাগীয় সমন্বয় ও উন্নয়ন কমিটি (সিএন্ডডি) মাত্র একজনকে অংশগ্রহণের সুপারিশ করেছে। কমিটি অন্য প্রার্থীদের অযোগ্য ঘোষণা করে একমাত্র প্রার্থী আরবি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আবদুল কাদিরের নাম সুপারিশ করেছে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী একটি পদের পরীক্ষায় কমপক্ষে তিনগুণ প্রার্থীর অংশগ্রহণ লাগবে। অন্যথায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বাতিল করে নতুন বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে। কিন্তু ৬ ফেব্রুয়ারি, সিএন্ডডি নিয়মনীতি

অভিযোগ : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৭

অভিযোগ : শিক্ষক

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

উপেক্ষা করে এ ঘটনা ঘটায়। এ নিয়ে কানাঘুষা বিভাগ ছাপিয়ে কলাভবনসহ গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

সূত্র জানায়, ২০০৫ সালের ১ আগস্ট আরবি বিভাগে ১টি অস্থায়ী সহযোগী অধ্যাপক পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। ওই বিজ্ঞপ্তি অনুসারে অংশগ্রহণকারী ১০ জন প্রার্থীকে ২০০৬ সালের ২৩ মার্চ মৌখিক পরীক্ষার কার্ড ইস্যু করা হয়। পরে ওই বিজ্ঞপ্তি বাতিল করা হয়। সূত্র জানায়, ওই সময় আবেদনকারী প্রার্থীদের মধ্যে আবদুল কাদিরের পিএইচডি ডিগ্রি ছিল না। তিনি পিএইচডি ডিগ্রির জন্য ২০০৬ সালের ২৫ মার্চ আবেদন করেন। পরে আগের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বাতিল করে গত বছরের ২৬ আগস্ট ১টি স্থায়ী সহযোগী অধ্যাপক পদে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। এ বিজ্ঞপ্তি অনুসারে আবেদন করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. ছবিরুল ইসলাম হাওলাদার, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. তোজাম্মেল হোসেন, ড. গোলাম মওলা, ড. আকম তরিকুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক ড. রহিমুল্লাহ ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সহকারী পরিচালক ড. আবদুল্লাহ আল মারুফ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আবদুল কাদির। এই ৭ জনের মধ্যে আবদুল কাদির ছাড়া বাকিরা আগের নিয়োগ পরীক্ষায় সাক্ষাৎকারের কার্ড পেয়েছিলেন। অথচ ৬ ফেব্রুয়ারি বিভাগের সিএন্ডডি আবদুল কাদিরকে সাক্ষাৎকারের জন্য সুপারিশ করে। সূত্র জানায়, সহযোগী অধ্যাপক পদে নিয়োগের জন্য ৭ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক জার্নালে ১৬টি আর্টিকেল প্রকাশ হতে হবে। এ যোগ্যতা আবেদনকারীদের মধ্যে ৬ জন শিক্ষক পূরণ করলেও তাদের সাক্ষাতের অনুমতি না দিয়ে শুধু একটি বিশেষ অঞ্চলের গ্রুপের আশীর্বাদপুষ্ট হওয়ার কারণে আবদুল কাদিরকে অনুমতি দেয়া হয়েছে।

উপাচার্য এসএমএ ফায়েজ যুগান্তরকে বলেন, আগেরবার যেখানে ভাইভা কার্ড ইস্যু করা হয়েছে, সেখানে পরে কেন দেয়া হবে না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। এ কারণে তিনি বিষয়টি তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডিনকে দায়িত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, অভ্যন্তরীণ প্রার্থীরা সবসময় প্রাধান্য পেয়ে থাকে। কতটি পদের বিপরীতে কতজনকে ডাকতে হবে, তা নিয়েও সুনির্দিষ্ট কোন বিধান নেই। তবে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বা কম যোগ্য কাউকে ভাইভায় ডাকলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই যোগ্যতরকে প্রাধান্য দিতে হবে। কোন ধরনের অবিচার বা বৈষম্য হবে না বলে উপাচার্য জানান।